32

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUL 1994
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

পাঠকের চিঠি

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা রক্ষার্থে এবং দ্রুত ফল প্রকাশের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ব্যবহার চালু হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত দেশগুলোর যেখানে অবস্থান এই গরীব দেশের ৯৫% মানুষের চিন্তা সেখানে পৌছায় না। তাই নতুন কোন প্রযুক্তি চালু হলে স্বাভাবিকভাবেই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে নানা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠে বলেই কম্পিউটার পদ্ধতি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীর প্রথম অবশ্য করণীয় লিথো কোডযুক্ত পৃষ্ঠাটি পূরণ করা। তাদের বলা হচ্ছে, ভুল হলে অন্য খাতা দেওয়া হবে না, বা কম্পিউটারে রিডিং আনবে না। এটা তাদের আতঙ্কিত করছে পরীক্ষা আরাম্ভের পূর্ব মুহূর্ত হতে। এ অবস্থায় ভুল সংশোধনের উপায় নেই। এ কথা শোনবার পর ভুলটা একটু বেশী হয়ে যায়। আর ধরা পড়ার পরে চলে কান্নাকাটি।

অনেকে বলার চেষ্টা করছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের ডেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তবুও ভুল হবে কেন? কিন্তু শতকরা কতজন লোকের ভাগ্যে টিভি দেখার সৌভাগ্য হয় এবং পরীক্ষার পূর্বক্ষণে গ্রাম-গাঁয়ের কতজন ছেলে-মেয়ে ঠিকমত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়? উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা প্রশিক্ষণদাতাদের কোন ত্রুটি নেই একথা মেনেও বলতে হয়, মাটির কাছাকাছি যাদের অবস্থান নয়, তাদেরকে এ ধরনের অসুবিধার কথা বুঝান যায় না।

অন্যদিকে বলা হয় ঐ ফরমটিতে যেন কোন ভাঁজ না পড়ে, অন্য কোন দাগ না পড়ে। এসব কথা বলে পরীক্ষার্থীদের খাতাটি দেওয়া হয় বলে স্বতঃস্ফূর্ত মন নিয়ে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

অতিরিক্ত উত্তরপত্র যার পরিচয় অংশটি ছিন্ন করার পর মূল খাতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, কোনক্রমে যদি মূল খাতা থেকে ছুটে যায় তাহলে পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষকের হস্তলিপিবিশারদের ঘটকালী ছাড়া/মূল খাতার সঙ্গে অতিরিক্ত খাতার মিলন সম্ভব হবে না। এ চিন্তাও পরীক্ষার্থীদের মনে চাপ সৃষ্টি করে।

ওএএ ফরম, উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথো কোডযুক্ত পৃষ্ঠা, নৈর্ব্যক্তিকের প্রশ্নের উত্তরের জন্য কম্পিউটার ফরম, সব লন্ডন থেকে ছেপে আনতে হয়েছে। এর জন্য যে টাকা ব্যয় হল এবং কম্পিউটার সেন্টারে যে টাকা দেওয়া হল তার হিসাব সাধারণ মানুষ জানে না। যদি জানত তাহলে "নুন আনতে পান্তা ফুরায়" যে দেশের ৮০% মানুষের তাদের হতবাক হতে হত। নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের মূল্যায়ন দ্রুত হলেই কি ফল প্রকাশ করা সম্ভব? রচনামূলক অংশের জন্য যখন নির্দিষ্ট সময় লাগছে, ও সময়ের মধ্যে পরীক্ষকদের কাছ থেকে নৈর্ব্যক্তিকের নম্বর না পাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

❑ সাদেক মাহমুদ, বরিশাল থেকে